তামাক কর
২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট
প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

সংবাদ সম্মেলন

জাতীয় প্রেসক্লাব, ঢাকা

২২ জুন ২০১৯

আয়োজক:

উপস্থিত সাংবাদিক ভাই ও বোনেরা

বাংলাদেশ সরকারের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর প্রস্তাবিত মুল্য, কর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রজ্ঞা ও অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া এলায়েন্স-আত্মা'র উদ্যোগে ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিডস এর সহযোগিতায় তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ আয়োজিত আজকের এই বাজেট পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম।

সুধীবৃন্দ

তামাকজাত পণ্যের ব্যাপক ব্যবহার বাংলাদেশের অর্থনীতি, সমাজ, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তামাকবিরোধী সংগঠনসমূহ সম্মিলিতভাবে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তরুণ, নারী এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তামাকের ছোবল থেকে সুরক্ষার স্বার্থে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমিয়ে আনতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেটে সকল তামাকজাত পণ্যের উপর মূল্য ও করারোপ সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা এবং সুপারিশ আপনাদের ও অন্যান্য মাধ্যমে সরকারের বরাবরে উপস্থাপন করেছিলাম। আমাদের তামাক কর প্রস্তাবনার মূল লক্ষ্য ছিল করারোপের মাধ্যমে দাম বাড়িয়ে এর ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা এবং একইসাথে সরকারের তামাক রাজস্ব আয় বহুলাংশে বৃদ্ধি করা।

সুপ্রিয় সংবাদিক ভাই ও বোনেরা

কার্যকরভাবে করারোপের মাধ্যমে তামাকের দাম বাড়ালে তামাক ব্যবহার সন্তোষজনকহারে হ্রাস পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, করারোপের ফলে তামাকের প্রকৃত মূল্য ১০ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে তামাকের ব্যবহার ৫ শতাংশ হ্রাস পায়, যা জনস্বাস্থ্যের নিরিখে প্রশংসনীয় সূচক হিসেবে বিবেচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তামাক-কর বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, কার্যকর করারোপের অভাবে এখানে তামাকপণ্যের প্রকৃত মূল্য বৃদ্ধি পায়নি উল্টো তামাকপণ্য সহজলভ্যই থেকে যাচ্ছে।

বাংলাদেশে ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ (GATS, ২০১৭[১]) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারকারী ২০.৬ শতাংশ (২ কোটি ২০ লক্ষ) এবং ধূমপায়ী ১৮ শতাংশ (১ কোটি ৯২ লক্ষ)। তামাক ব্যবহারকারী অতি উচ্চবিত্ত জনগোষ্ঠির (২৪%) তুলনায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাক ব্যবহারের উচ্চ প্রবণতা (৪৮%) এবং বিশেষত পুরুষের (১৬%) তুলনায় নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহারের উচ্চহার (২৪.৮%) যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এছাড়া শহরের জনগোষ্ঠির (২৯.৯%) তুলনায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠির (৩৭.১%) মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার অনেক বেশি। বাংলাদেশে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে তামাক আসক্তি অত্যন্ত উদ্বেগজনক; ১৩-১৫ বছর বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তামাক ব্যবহারের হার ৯.২ শতাংশ (GSHS, ২০১৪)।[২] তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় ১ লক্ষ ৬১ হাজার (IHME, ২০১৮) মানুষ অকাল মৃত্যু বরণ করে।[৩] সম্প্রতি প্রকাশিত 'ইকোনমিক কস্ট অব টোব্যাকো ইউজ ইন বাংলাদেশ: এ হেলথ কস্ট অ্যাপ্রোচ' শীর্ষক গবেষণা ফলাফলে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা[৪], যা একই সময়ে (২০১৭-১৮) তামাকখাত থেকে অর্জিত রাজস্ব আয়ের (২২ হাজার ৮১০ কোটি টাকা) চেয়ে অনেক বেশি।

একনজরে বাজেট প্রতিক্রিয়া

প্রস্তাবিত বাজেটের সম্ভাব্য প্রভাব	চূড়ান্ত বাজেটে সংশোধনীর প্রস্তাব
নিম্নস্তরের সিগারেট ও বিড়ি আরো সস্তা হবে এবং ব্যবহার বাড়বে	১০ শলাকা নিম্নস্তরের সিগারেটের খুচরা মূল্য ৫০ টাকা এবং ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা নির্ধারণ করা
সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ৪টিতে অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তা তার সামর্থ্য অনুযায়ী ব্রান্ড বেছে নিতে পারবে	সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা ২টিতে নিয়ে আসা
সিগারেট কোম্পানির আয় ৩১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়বে	নিম্নস্তরে সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৬০ শতাংশ এবং মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে সম্পূরক শুল্ক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৭০ শতাংশ নির্ধারণ করা। প্রতি ১০ শলাকায় ৫ টাকা সুনির্দিষ্ট কর
রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার এবং উপকরণ কর রেয়াত তামাক কোম্পানিকে ব্যাপকভাবে লাভবান করবে, সরকার হারাবে বিপুল অঙ্কের রাজস্ব। তামাক চাষ উৎসাহিত হবে, খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশ হুমকির মুখে পড়বে।	তামাক ও তামাকজাত পণ্যের রপ্তানি শুল্ক পুনর্বহাল করা এবং উপকরণ কর রেয়াত সুবিধা প্রত্যাহার করা।

[1] Global adult tobacco survey (GATS): Bangladesh. World Health Organization; 2018. Available at: http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf
[2] https://www.who.int/ncds/surveillance/gshs/2014-Bangladesh-fact-sheet.pdf
[3] Global Burden of Disease Study. Country profile Bangladesh 2018. Available at http://www.healthdata.org/bangladesh
[4] The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Available at: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/tat004_factsheet_proactt_final_print.pdf

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম?

এক কথায়- প্রস্তাবিত বাজেট তামাকবিরোধীদের হতাশ করেছে। বিশেষ করে বিড়ি এবং নিম্নস্তরে সিগারেটের দাম প্রায় অপরিবর্তিত রাখায় এগুলোর প্রকৃতমূল্য হ্রাস পাবে এবং ব্যবহার বাড়বে। অন্যদিকে, টানা তৃতীয় বছরের মতো সিগারেটের করহার (সম্পূরক শুল্ক) প্রায় অপরিবর্তিত রাখায় তামাক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে লাভবান হবে এবং সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে (সারণি ১)। সিগারেটের করকাঠামোয় কোন সংস্কার প্রস্তাব না করায় বিশেষত, মূল্যস্তরের সংখ্যা ৪টিতে অপরিবর্তিত রাখায় ভোক্তার স্তর পরিবর্তনের সুযোগ অব্যাহত থাকবে এবং তামাক কোম্পানি করফাঁকি দেয়ার সুযোগ পাবে। এছাড়াও, প্রস্তাবিত বাজেটে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার এবং উপকরণ কর রেয়াত দেওয়ার মতো তামাক নিয়ন্ত্রণবিরোধী পদক্ষেপও গ্রহণ করা হয়েছে। তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু এবং অসুস্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোকে লাভবান করার এই বাজেট প্রস্তাবনা সার্বিকভাবে চরম হতাশাজনক এবং একইসাথে জনস্বাস্থ্যবিরোধী। তবে, জর্দা-গুলের মত মারাত্মক ক্ষতিকর ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বিলুপ্ত করে খুচরা মূল্যের উপর করারোপ পদ্ধতি প্রচলন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল সিগারেটের কর-কাঠামো সহজতর এবং যুগোপযোগী করা, বিদ্যমান বহুস্তরবিশিষ্ট এডভ্যালোরেম (মূল্যের শতকরা হার) পদ্ধতির পরিবর্তে সিগারেটের ক্ষেত্রে দুইটি মূল্যস্তর প্রচলন এবং এডভ্যালোরেম পদ্ধতির পাশাপাশি সম্পূরক শুল্কের একটি অংশ সুনির্দিষ্ট কর (স্পেসিফিক ট্যাক্স) আকারে আরোপ করা। কিন্তু প্রস্তাবিত বাজেটে এর কোনো প্রতিফলন দেখা যায়নি (সারণি ১ দেখুন)। অর্থাৎ সিগারেটের কর-কাঠামোয় বিন্দুমাত্র সংস্কার প্রস্তাব করা হয়নি। আপনারা জানেন, কর আহরণের এই এডভ্যালোরেম পদ্ধতি অতিরিক্ত জটিলতা তৈরি করে এবং কর ফাঁকির সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। সুনির্দিষ্ট কর শলাকার সংখ্যা (বিড়ি, সিগারেট) বা ওজনের (গুল, জর্দা) উপর আরোপ করা হয়। এই পদ্ধতিতে কর আহরণ এড ভ্যালোরেম (সম্পূরক) পদ্ধতির চেয়ে সহজ এবং তামাক কোম্পানির অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ রহিতকরণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সুতরাং অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলে, অতীতের মতই জনস্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে দেয়া এই বাজেট প্রস্তাবনায় লাভবান হবে তামাক কোম্পানিগুলো, আর বঞ্চিত হবে সরকার। একইসাথে ভোক্তার ধূমপান ছাড়ার পরিবর্তে স্তর পরিবর্তনের সুযোগ অব্যাহত থাকবে। ফলে সিগারেটের ব্যবহার কমবেনা।

সারণি ১: সিগারেটের মূল্যস্তর, সম্পূরক শুল্ক ও করভার*

মূল্যস্তর	সম্পূরক শুল্ক (%)			১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য (টাকা)		
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত বাজেট)	২০১৮-১৯	২০১৯-২০ (প্রস্তাবিত বাজেট)	তামাক কোম্পানির আয় বৃদ্ধি (%)
নিম্ন	৫২	৫৫	৫৫	৩৫+	৩৭+	৫.৭
মধ্যম	৬৩	৬৫	৬৫	৪৮+	৬৩+	৩১.৩
উচ্চ	৬৫	৬৫	৬৫	৭৫+	৯৩+	২৪.০
প্রিমিয়াম	৬৫	৬৫	৬৫	১০৫+	১২৩+	১৭.১

* করভার = সম্পূরক কর + ১৫% মূল্য সংযোজন কর (মূসক) +১% সারচার্জ।

প্রস্তাবিত বাজেটে নিম্নস্তরের প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের মূল্য মাত্র ২ টাকা বৃদ্ধি করে ৩৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত অর্থাৎ ৫৫ শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে। ফলে এই স্তরে প্রতি শলাকা সিগারেটের মূল্য বৃদ্ধি পাবে মাত্র ২০ পয়সা বা ৫.৭ শতাংশ। অথচ এসময়ে জনগণের মাথাপিছু আয় (নমিনাল) বেড়েছে ১১.৩২ শতাংশ। সিগারেটের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে নিম্নস্তরের সিগারেটের মূল্য ও করহার কার্যকরভাবে বাড়ানো জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধি উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সিগারেট বাজারের প্রায় ৭২ শতাংশই নিম্নস্তরের সিগারেটের দখলে, যার প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের মানুষ। জনগণের মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় নিলে নিম্নস্তরের সিগারেটের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পাবে। ফলে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতার কোনো পরিবর্তন হবেনা এবং একই সাথে ধূমপান শুরু করতে পারে এমন তরুণ প্রজন্মকে ধূমপানে নিরুৎসাহিত করা যাবেনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে ৬৫ শতাংশসম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রেখে মধ্যমস্তরে দশ শলাকা সিগারেটের দাম ১৫ টাকা বৃদ্ধি করে ৬৩ টাকা এবং উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে ১৮ টাকা বাড়িয়ে যথাক্রমে ৯৩ টাকা ও ১২৩ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে ভোক্তা পর্যায়ে সিগারেটের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাবে, তবে এইসব স্তরের ভোক্তার ব্যয় করার সক্ষমতাও অনেক বেশি। তাছাড়া নিম্নস্তরে সিগারেটের দাম প্রায় অপরিবর্তিত থাকায় দামি স্তরগুলো থেকে বিশেষ করে মধ্যম এবং উচ্চস্তরের সিগারেট ভোক্তার একটি অংশ নিম্নস্তরে স্থানান্তরিত (brand substitution) হতে পারে। ফলে সার্বিকভাবে সিগারেটের ব্যবহার হ্রাসে এই মূল্যবৃদ্ধি খুব একটা প্রভাব ফেলবেনা।

সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা দুইটিতে কমিয়ে আনার জন্য তামাকবিরোধীরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসলেও প্রস্তাবিত বাজেটে তার কোন প্রতিফলন ঘটেনি, চারটি মূল্যস্তরই বহাল রাখা হয়েছে। এই চারটি মূল্যস্তরে ভিত্তিমূল্য ও কর-হার এ ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে বিশেষ করে নিম্নস্তর ও অতিউচ্চ স্তরের মধ্যে এই পার্থক্য অনেক বেশি। বিভিন্ন দামে সিগারেট ক্রয়ের সুযোগ অব্যাহত থাকায় সিগারেট ব্যবহার হ্রাসে কর ও মূল্যপদক্ষেপ সঠিকভাবে কাজ করবে না। কারণ, ৪টি মূল্যস্তর বজায় থাকলে একটি মূল্যস্তরে সিগারেটের দাম বাড়লে অথবা ভোক্তার জীবনমানে কোন পরিবর্তন ঘটলে ভোক্তা তার সিগারেটের পছন্দ (choice) সুবিধামতো স্তরে স্থানান্তর (switch) করার সুযোগ পাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে ২০১৭ এর ফলাফলেও দেখা গেছে, সার্বিকভাবে তামাকের ব্যবহার হ্রাস পেলেও সিগারেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০৯ সালের তুলনায় প্রায় ১৫ লক্ষ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৭ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষতে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে, একাধিক

স্তরপ্রথার সুযোগ নিয়ে তামাক কোম্পানিগুলোও উচ্চস্তরের সিগারেট নিম্নস্তরে ঘোষণা দিয়ে রাজস্ব ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ পায়। বহুজাতিক তামাক কোম্পানি ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকোর বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে এই কৌশল অবলম্বন করে ১ হাজার ৯শ ২৪ কোটি টাকা কর ফাঁকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

বিগত কয়েক বছর ধরেই সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক বাড়ানো হচ্ছেনা। বিশেষত উচ্চ এবং প্রিমিয়াম স্তরে (সিগারেট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসে এই দুইটি স্তর থেকে) সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোকে ব্যাপকভাবে মুনাফা করার সুযোগ দেয়া হচ্ছে। পাশাপাশি সরকারও বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে। সম্পূরক শুল্ক না বাড়িয়ে কেবল মূল্যস্তর বৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের দাম বাড়ানো হলে বর্ধিত মূল্যের একটি বড় অংশ তামাক কোম্পানির পকেটে চলে যায়। প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখায় তামাক কোম্পানিগুলো ব্যাপকভাবে লাভবান হবে (সারণি ১ দেখুন)। বিগত বছরের তুলনায় সিগারেট কোম্পানির আয় নিম্নস্তরে ৫.৭ শতাংশ, মধ্যমস্তরে ৩১.৩ শতাংশ, উচ্চস্তরে ২৪ শতাংশ এবং প্রিমিয়াম স্তরে ১৭.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান অত্যন্ত অগ্রহণযোগ্য এবং সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ চেতনার পরিপন্থী। আর তামাক কোম্পানিকে এভাবে লাভবান রেখে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন আদৌ সম্ভব কিনা সে বিষয়েও তামাকবিরোধীরা ব্যাপকভাবে সন্দিহান।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

বিড়ির স্বাস্থ্যক্ষতির ভয়াবহতা অনস্বীকার্য। এই খাতে নিয়েজিত শ্রমিকের সংখ্যাও অতি নগণ্য। কয়েক বছর ধরেই মারাত্মক ক্ষতিকর বিড়ির ব্যবহার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের ঘোষণা দেয়া হলেও প্রস্তাবিত বাজেটে এর কোন প্রতিফলন নেই। বিড়ির দাম এবং করহার না বাড়ানোর জন্য বিগত এক মাস ধরে বিড়ি কারখানার মালিক পক্ষের প্রত্যক্ষ মদদ এবং আর্থিক সহায়তায় যে নজিরবিহীন আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে তাতে জনস্বাস্থ্যের পরিবর্তে বাজেট ঘোষণায় তাদেরকেই অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। দেশীয় শিল্পের শ্রমিক স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে বিড়ির মূল্য দুই বছর অপরিবর্তিত রেখে বহুল প্রচলিত ফিল্টারবিহীন ২৫ শলাকা বিড়ির মূল্য মাত্র ১.৫ টাকা বৃদ্ধি করে ১৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে প্রতি শলাকা বিড়ির দাম বাড়বে মাত্র ৬ পয়সা। প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) কর্তৃক রিলেটিভ ইনকাম প্রাইস (আরআইপি) পদ্ধতির মাধ্যমে বিড়ির সহজলভ্যতা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ সালে ৫০০০ শলাকা বিড়ি কিনতে যেখানে মাথাপিছু জিডিপি'র ১.৮২ শতাংশ ব্যয় হতো সেখানে ২০১৮-১৯ সালে একই পরিমাণ বিড়ি কিনতে ব্যয় হয়েছে ১.৬৩ শতাংশ। অর্থাৎ কার্যকর কর পদক্ষেপের অভাবে বিড়ি ক্রমশ সস্তা হয়ে যাচ্ছে। বিড়ির প্রধান ভোক্তা নিম্ন আয়ের দরিদ্র মানুষ। এ অবস্থা চলতে থাকলে আগামী অর্থবছরে বিড়ির প্রকৃত মূল্য আরো হ্রাস পাবে এবং দরিদ্র মানুষ বিড়ি ধূমপানে উৎসাহিত হবে। প্রস্তাবিত বাজেটে ফিল্টারযুক্ত ২০ শলাকা বিড়ির মূল্য ২ টাকা বৃদ্ধি করে ১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে, যদিও এই বিড়ির প্রচলন খুবই কম। অন্যদিকে, বিড়ির সম্পূরক শুল্ক তিন বছর অপরিবর্তিত রাখার পর ফিল্টারবিহীন বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫ শতাংশ এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির সম্পূরক শুল্ক ৩৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৪০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এরফলে বিড়ি থেকে সরকারের রাজস্ব আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাবে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যে করারোপের ক্ষেত্রে প্রচলিত ট্যারিফ ভ্যালু প্রথা বাতিলের জন্য তামাকবিরোধী আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে প্রস্তাবিত বাজেটে প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৩০ টাকা এবং ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ১৫ টাকা নির্ধারণ এবং উভয় ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ওজনের ভিত্তিতে খুচরা মূল্যের উপর করারোপ প্রথা চালু করায় জর্দা ও গুল থেকে কর আদায়ের জটিলতা কিছুটা কমবে। এছাড়াও, করারোপ পদ্ধতি পরিবর্তন করায় প্রতি ১০ গ্রাম জর্দা এবং গুল থেকে সরকার ২৬ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আয় করবে। বাংলাদেশে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিশেষত নারীদের মাঝে এই পণ্য ব্যবহারের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সংখ্যাগরিষ্ঠ তামাক ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠিকে জর্দা-গুল ব্যবহারের স্বাস্থ্যঝুঁকি থেকে রক্ষার ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর এই প্রয়াস নি:সন্দেহে প্রশংসনীয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাংলাদেশে ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যের উৎপাদন ও বিপণন চলে অনেকটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে। ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনে ভারি/দামি যন্ত্রপাতি এবং পুঁজির তেমন দরকার হয়না বলে গৃহস্থালি পর্যায়েও এগুলোর উৎপাদন হয়ে থাকে। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, এনবিআরের মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা সংক্রান্ত টাস্কফোর্স সারাদেশে ৩২টি ব্র্যান্ডের গুল ও ৪২১টি ব্র্যান্ডের জর্দা কোম্পানির একটি তালিকা তৈরি করলেও এর পূর্ণাঙ্গ কোন পরিসংখ্যান এখনও নেই। এদের বেশিরভাগই সরকারের করজালের বাইরে রয়ে গেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে তামাক ব্যবহারকারীদের মধ্যে ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন। বাস্তবতা হলো মোট তামাক রাজস্বের মাত্র ০.২ শতাংশ (২০১৭-১৮ অর্থবছর) আসে ধোঁয়াবিহীন তামাক থেকে। অর্থাৎ তামাক নিয়ন্ত্রণের সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে প্রমাণিত তামাককর পদক্ষেপ বাংলাদেশে বেশিরভাগ তামাক ব্যবহারকারীকে সুরক্ষা প্রদান করতে পারছেনা। সরকারও বিপুল পরিমাণে রাজস্ব হারাচ্ছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

প্রস্তাবিত বাজেটে তামাক ও তামাকজাতপণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করার অজুহাতে অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের উপর আরোপিত ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং চরম জনস্বাস্থ্যবিরোধী পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে দেশে তামাক ও তামাকজাত পণ্যের উৎপাদনকেই মূলত উৎসাহিত করা হবে। বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলো এখন বাংলাদেশকে তাদের উৎপাদন ভূমি হিসেবে ব্যবহার করায় তামাক চাষ বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। বিগত কয়েক বছর ধরে তামাক রপ্তানি উৎসাহিত করার জন্য সরকারি প্রয়াসের নেতিবাচক প্রভাব ইতিমধ্যে পড়তে শুরু করেছে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রক্রিয়াজাত তামাকপণ্যের রপ্তানি শুল্ক তুলে দেয়ার পর ২০১৬-১৭ এর তুলনায় ২০১৭-১৮ সালে তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি প্রায় ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং চলতি অর্থবছরের প্রথম দশ মাসেই আগের বছরের তুলনায় এখাতে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ৮ লক্ষ ইউএস ডলার। সরকারের এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে আগামী বছরগুলোতে তামাকের আবাদ বাড়তেই থাকবে। একইসাথে তামাক রপ্তানি করে যে শুল্ক রাজস্ব আয় হতো, সরকার সেখান থেকেও বঞ্চিত হবে। এখানেই শেষ নয়, তামাক চাষে সরকারের ভরতুকি প্রাপ্ত সার এবং সেচ সুবিধা ব্যাপকভাবে ব্যবহারের খবর নিয়মিত গণমাধ্যমে উঠে আসছে। ২০১৭-১৮ সালে রাসায়নিক সারে সরকারের মোট ভরতুকির পরিমাণ ৫ হাজার ২০১ কোটি টাকা এবং কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুত চালিত সেচ যন্ত্র ব্যবহারের জন্য বিদ্যুত বিলের উপর ২০ শতাংশ রিবেট প্রদান করছে। ফলে কৃষি

খাতে প্রদত্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করে মুনাফা লুটে নিচ্ছে তামাক কোম্পানিগুলো। সুতরাং তামাক ও তামাকজাত পণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করার এই ভয়াবহ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বাজেটে অবশ্যই প্রত্যাহার করতে হবে।

প্রস্তাবিত অর্থ আইন, ২০১৯ এ 'মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২' এর ৪৬ ধারা সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে তামাক কোম্পানিগুলোকে মূল্য সংযোজন করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। সারাবিশ্বে Sin Product হিসেবে চিহ্নিত তামাকের মত স্বাস্থ্য হানিকর পণ্যের জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করায় একদিকে, তামাকখাত থেকে সরকার বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাবে, অন্যদিকে তামাক কোম্পানিগুলোর আয় বেড়ে যাবে। বিদ্যমান মূসক আইনের ৪৬ ধারায় করযোগ্য সরবরাহ বা করযোগ্য আমদানির উপর আরোপিত মূল্য সংযোজন করের বিপরীতে উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণের সুযোগ দেয়া হলেও উপধারা ৩ এর দফা ঙ দ্বারা তামাক ও অ্যালকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের সুযোগ গ্রহণ রহিত করা হয়েছিল। তামাক কোম্পানির প্ররোচণায় মূসক আইনের এই প্রস্তাবিত জনস্বাস্থ্যবিরোধী সংশোধনী বাতিল করে তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রদান বন্ধ করতে হবে।

অন্যান্য কর প্রস্তাবগুলোর মধ্যে, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা,গুলসহ সকল তামাক কোম্পানির বিদ্যমান ৪৫ শতাংশ করপোরেট কর এবং সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার ব্যবসায় থেকে অর্জিত আয়ের উপর বিদ্যমান ২.৫% সারচার্জ বহাল রাখা হয়েছে। এছাড়াও সিগারেট-বিড়ি তৈরির পেপারের উপর নির্ধারিত ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্কও বহাল রাখা হয়েছে। এ ধরনের প্রস্তাব তামাক পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে তেমন ভূমিকা রাখবেনা, তবুও এই উদ্যোগগুলো মন্দের ভালো।

বাংলাদেশ তামাক নিয়ন্ত্রণের আন্তর্জাতিক চুক্তি WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর প্রথম স্বাক্ষরকারী দেশ। এ চুক্তির ধারা ৬ মোতাবেক তামাকের চাহিদা হ্রাসকল্পে তামাকপণ্যে করারোপের নির্দেশনা রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশে তামাকের ব্যবহার নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। একইসাথে বাংলাদেশ সরকার ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা SDG অর্জনে বদ্ধপরিকর, যেখানে টার্গেট ৩(এ) তামাকের ব্যবহার হ্রাসে করারোপসহ এফসিটিসি বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও FCTC বাস্তবায়নের তাগিদ প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, মাথাপিছু আয়বৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতির সাথে সংগতি রেখে নিম্নস্তরের সিগারেটে মূল্য না বাড়ানো, সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা এবং সিগারেটের সম্পূরক শুল্ক অপরিবর্তিত রাখার মাধ্যমে তামাক কোম্পানির মৃত্যুবিপণন কার্যক্রমকে সুরক্ষা প্রদান, তামাক ও তামাকজাতপণ্য রপ্তানি উৎসাহিত করা জনস্বাস্থ্য, বিদ্যমান আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং সর্বোপরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সাথে সাংঘর্ষিক। এর মাধ্যমে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর বৃদ্ধির ভূমিকা এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জন বিষয়ে সরকারের একটি বিশেষ মহলের নেতিবাচক চিন্তা-ভাবনারই প্রতিফলন ঘটেছে। তামাককর কাঠামোর আধুনিকায়নবিহীন তামাককর সংক্রান্ত গতানুগতিক এই বাজেট প্রস্তাবনা সার্বিকভাবেই তামাকবিরোধীদের জন্য অত্যন্ত হতাশাজনক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা- ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ এর সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিহীন।

সুপ্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তামাকপণ্যে কার্যকরভাবে করারোপ করা অত্যন্ত জরুরি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক ২০১৬ সালে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের সিগারেটের (২০ শলাকা প্যাকেট) গড় মূল্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে সবচেয়ে কমদামি সিগারেটের মূল্য বাংলাদেশের কমদামি সিগারেটের চেয়ে দ্বিগুণেরও বেশি। বাংলাদেশে বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য আরও সস্তা। কার্যকর করারোপের মাধ্যমে তামকপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা দীর্ঘদিন যাবত সরকারের কাছে তামাক কর কাঠামোয় সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। আমাদের দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে বর্তমান শুল্ক-কাঠামো সহজ করে একটি শক্তিশালী তামাক শুল্ক-নীতি গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেছেন যাতে জনগণের তামাকজাত পণ্যের ক্রয়-ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং একইসাথে সরকারের শুল্ক আয় বৃদ্ধি পায়। তবে অজ্ঞাত কারণে ৩ বছর পেরিয়ে গেলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়িত হয়নি।

২০১৯-২০ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণার আগে আমাদের অন্যতম দাবি ছিল ইলেক্ট্রনিক সিগারেটসহ তামাকযুক্ত সকল আধুনিক ডিভাইস বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। প্রস্তাবিত বাজেটে এবিষয়ে কোন দিকনির্দেশনা নেই, যা তামাকবিরোধীদের হতাশ করেছে। তামাক কোম্পানিগুলো তরুণ এবং শিশুদের টার্গেট করে ইমার্জিং তামাকপণ্য হিসেবে ইলেক্ট্রনিক সিগারেট, ভ্যাপিং, হিটেড (আইকিউওএস) টোব্যাকো প্রোডাক্ট ইত্যাদিকে প্রথাগত সিগারেটের 'নিরাপদ বিকল্প' হিসেবে উপস্থাপন করা শুরু করেছে। উদ্ভাবনী কৌশল এবং আকর্ষণীয় ডিজাইনের কারণে কিশোর এবং তরুণদের মাঝে বিশেষত বিদ্যালয়গামী শিশুদের মধ্যে এসব তামাকপণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করতে শুরু করেছে। ইউরোপ, আমেরিকাসহ বেশ কিছু দেশে এসব পণ্য ব্যবহার ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। তবে বাংলাদেশে এখনো তা প্রকট আকার ধারণ করেনি। ইতোমধ্যে থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুরসহ কমপক্ষে ২৫টি দেশ এসব পণ্য নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং বাংলাদেশে এখনই এগুলোর উৎপাদন, আমদানি এবং বিক্রয় নিষিদ্ধ করার সবচেয়ে উপযুক্ত সময়।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে তামাকের ভয়াবহতা মোকাবেলা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা ও সুপারিশসমূহ ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আপনাদের মাধ্যমে তুলে ধরছি—

বাজেট প্রস্তাব

- নিম্নস্তরে প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের খুচরা মূল্য ৩৭ টাকার পরিবর্তে ৫০ টাকা নির্ধারণ করা;
- নিম্নস্তরের সিগারেটের উপর বিদ্যমান ৫৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে **৬০ শতাংশ** এবং মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরে বিদ্যমান ৬৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে **৭০ শতাংশ** নির্ধারণ করা। প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটে **৫ টাকা** সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা;

- বিড়ির ফিল্টার- ননফিল্টার মূল্যবিভাজন তুলে দিয়ে ২৫ শলাকা বিড়ির খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা নির্ধারণ এবং ৪৫% সম্পূরক শুল্ক ও ৬ টাকা সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা;
- প্রতি ১০ গ্রাম জর্দার খুচরা মূল্য ৩৫ টাকা এবং প্রতি ১০ গ্রাম গুলের খুচরা মূল্য ২০ টাকা নির্ধারণ করা; ১০ গ্রাম জর্দা ও গুলের উপর যথাক্রমে ৫ টাকা এবং ৩ টাকা সুনির্দিষ্ট কর আরোপ করা;
- অপ্রক্রিয়াজাত তামাকের ওপর বিদ্যমান ১০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক বহাল এবং প্রক্রিয়াজাত তামাকপণ্যের ওপর পুনরায় ২৫ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা;
- জনস্বার্থে তামাক কোম্পানিগুলোর উপকরণ কর রেয়াত গ্রহণ সুযোগ বাতিল করতে বিদ্যমান মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ৪৬ ধারার অন্তর্গত উপধারা ৩ এর দফা ঙ পুনর্বহাল করা, যেখানে তামাক ও এলকোহলযুক্ত পণ্যের ক্ষেত্রে এধরনের সুযোগ গ্রহণ রহিত করা হয়েছে।

সুপারিশমালা

১. সিগারেটের মূল্যস্তর সংখ্যা চারটি থেকে কমিয়ে দুইটি (নিম্ন ও মধ্যমস্তরকে একত্রিত করে নিম্নস্তর এবং উচ্চ ও অতি উচ্চস্তরকে একত্রিত করে উচ্চস্তর) করতে হবে;
২. সকল তামাকপণ্যের উপর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করতে হবে। তামাকপণ্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে মূল্যস্ফীতি এবং আয় বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতি রেখে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;
৩. বিভিন্ন তামাকপণ্য ও ব্রান্ডের মধ্যে সম্পূরক শুল্ক ও মূল্য ব্যবধান কমিয়ে আনার মাধ্যমে তামাক ব্যবহারকারীর ব্রান্ড ও তামাকপণ্য পরিবর্তনের সুযোগ সীমিত করতে হবে;
৪. সকল ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্য উৎপাদনকারীকে সরকারের করজালের আওতায় নিয়ে আসতে হবে;
৫. পর্যায়ক্রমে সকল তামাকপণ্য অভিন্ন পরিমাণে (শলাকা সংখ্যা এবং ওজন) প্রমিত প্যাকেট/কৌটায় বাজারজাত করা;
৬. একটি সহজ এবং কার্যকর তামাক কর নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন (৫ বছর মেয়াদি) করা, যা তামাকের ব্যবহার হ্রাস এবং রাজস্ব বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে;
৭. সকল প্রকার ই-সিগারেট এবং হিটেড (আইকিউওএস) তামাকপণ্যের উৎপাদন, আমদানি এবং বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করা;
৮. কঠোর লাইসেন্সিং এবং ট্রেসিং ব্যবস্থাসহ তামাক কর প্রশাসন শক্তিশালী করা, কর ফাঁকির জন্য শাস্তিমূলক জরিমানার ব্যবস্থা করা;
৯. তামাকের চুল্লি প্রতি বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা লাইসেন্সিং ফি আরোপ করা;
১০. স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ বৃদ্ধি (২%) করা।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ

তামাকের ব্যবহার কমানোর সবচেয়ে কার্যকর উপায় হচ্ছে কর বৃদ্ধির মাধ্যমে তামাকপণ্যের মূল্য বাড়ানো। কার্যকরভাবে কর বাড়ালে তামাকপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি পায় এবং সহজলভ্যতা হ্রাস পায়। উচ্চ মূল্য তরুণদের তামাক ব্যবহার শুরু নিরুৎসাহিত করে এবং বর্তমান ব্যবহারকারীদেরকে তামাক ছাড়তে উৎসাহিত করে। ২০১৯-২০ অর্থবছরের তামাক-কর প্রস্তাবনা বাস্তবায়ন করা হলে:

- প্রায় ৩.২ মিলিয়ন প্রাপ্তবয়স্ক ধূমপায়ী (১.৩ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী এবং ১.৯ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী) ধূমপান ছেড়ে দিতে উৎসাহিত হবে;
- সিগারেটের ব্যবহার ১৪% থেকে হ্রাস পেয়ে প্রায় ১২.৫% এবং বিড়ির ব্যবহার ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩.৪% হবে;
- দীর্ঘমেয়াদে ১ মিলিয়ন বর্তমান ধূমপায়ীর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হবে (০.৪৬ মিলিয়ন সিগারেট ধূমপায়ী ও ০.৫৩ মিলিয়ন বিড়ি ধূমপায়ী); এবং
- ৬ হাজার ৬৮০ কোটি থেকে ১১ হাজার ৯৮০ কোটি টাকার মধ্যে (জিডিপি'র ০.৪ শতাংশ পর্যন্ত) অতিরিক্ত রাজস্ব আয় অর্জিত হবে। এই অতিরিক্ত রাজস্ব তামাক ব্যবহারের ক্ষতি হ্রাস, অকালমৃত্যু রোধ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব হবে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ

আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন, বাংলাদেশে অতি উচ্চবিত্তের তুলনায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকের ব্যবহার দ্বিগুণ এবং শহরের তুলনায় গ্রামের জনগণ অনেক বেশি হারে তামাক ব্যবহার করেন। এছাড়া নারীদের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার এবং পরোক্ষ ধূমাপানে শিকার হওয়ার হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক। বাংলাদেশে মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক নারী এবং ৩০ শতাংশ তরুণ। তামাক কোম্পানি বিশেষ করে বহুজাতিক তামাক কোম্পানিগুলোর মূল টার্গেট এখন বাংলাদেশ। পৃথিবীর ৪র্থ বৃহত্তম তামাক কোম্পানি জাপান টোব্যাকোকে ব্যবসার সুযোগ দিয়ে সরকার ইতোমধ্যে বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যকে আরেক দফা হুমকির মুখে ফেলেছে। এভাবে তামাকের ব্যবহার এবং তামাক কোম্পানিকে ব্যবসা সম্প্রসারণের সুযোগ প্রদান অব্যাহত থাকলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০৩০ সালের মধ্যে অসংক্রামক রোগজনিত মৃত্যু এক-তৃতীয়াংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে না।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ

২০১৯-২০ অর্থ-বছরের চূড়ান্ত বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর কার্যকর ও বর্ধিত হারে কর আরোপের দাবিতে আমাদের প্রস্তাবিত সুপারিশসমূহ জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ও জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে আপনাদের গণমাধ্যমে সরকারের বিবেচনার জন্য ও জনগণের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরবেন। দেশের কল্যাণে, দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আপনাদের কাছে আমাদের এই প্রত্যাশা।

বন্ধুগণ

প্রজ্ঞা ও অ্যান্টি টোব্যাকো মিডিয়া অ্যালায়েন্স (আত্মা'র) উদ্যোগে তামাকবিরোধী সংগঠন ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, এসোসিয়েশন ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (এসিডি), ইয়ং পাওয়ার ইন সোশ্যাল একশন (ইপসা), সুশাসনের জন্য প্রচারাভিযান (সুপ্র), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) এবং তামাকবিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ) আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে অংশগ্রহণের জন্য আপনাদের আন্তরিক অভিনন্দন।

সহযোগিতা: Bloomberg Philanthropies | Campaign for Tobacco-Free Kids